যুগান্তর

তারিখ ... MAR 19 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢালাওভাবে শিক্ষক সমাজকে হেয় করা উচিত নয়

——শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নকলে সহায়তাকারী শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে। ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ একইসঙ্গে ঢালাওভাবে শিক্ষক সমাজকে হেয় করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

এক বিবৃতিতে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ বলেন, নকলের মতো সামাজিক ব্যাধি নিরসনকল্পে পরীক্ষা পদ্ধতির যুগোপযোগী সংস্কার সাধন অপরিহার্য। সেজন্যই আমরা অবিলম্বে জাতীয় পরীক্ষা নীতি প্রণয়ন ও মডাদর্শ নির্বিশেষে সর্বস্তর ও পর্যায়ের শিক্ষক প্রতিনিধি, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি টাস্কফোর্স গঠনের দাবি জানিয়েছি। তারা বলেন, ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ৭৫ ভাগ শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত এবং শুধু নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণদেরই পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে অনুমতি দেয়া হলে প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা ব্যবস্থায়ও আশাব্যঞ্জক ফল লাভ সম্ভব। নেতৃবৃন্দ বলেন,

এদেশে শিক্ষা বলতে এখনও যেটুকু অবশিষ্ট আছে, শিক্ষকরাই তা ধরে রেখেছেন এবং সমাজে শিক্ষকদের একটি মর্যাদাপূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। সেজন্য নগণ্যসংখ্যক 'শিক্ষক' নামধারীদের জন্য ঢালাওভাবে শিক্ষক সমাজকে হেয়প্রতিপন্ন করা থেকে সবারই বিরত থাকা উচিত। শুধু সরকারপন্থী বলে পরিচিত শিক্ষক নেতৃত্বের অংশবিশেষকে নিয়ে সভা-সেমিনার করে কোন অবস্থাতেই নকল প্রতিরোধ সম্ভব নয়।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, ফেডারেশন নেতা মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, অধ্যাপক আসাদুল হক, আজিজুল হক, শফা খান, মোশাররফ হোসেন, উপাধ্যক্ষ আবদুর রব মিঞা, উপাধ্যক্ষ জানে আলম সিকদার, উপাধ্যক্ষ নুরুন নবী সিদ্দিকী, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম খান প্রমুখ।